খুচরোকথা – ৯

প্রসঙ্গঃ মানবতাবাদী, নারী লেখক ও অন্যান্য

নন্দিনী হোসেন

২৩শে অগাষ্ট ২০০৬

গত বেশ কিছু দিন ধরে মানবতাবাদ ও মানবতাবাদী দের কটাক্ষ্য করে কিছু লেখা নজরে এসেছে। অবশ্য এটা নতুন কিছু নয়। মানবতাবাদীদের উদ্দেশ্যে কটুক্তি করা উগ্রপন্থীদের একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন। সম্প্রতি কারো কারো লেখা পড়ে কখন ও মনে হয়েছে দু'এক কথা লিখি এ নিয়ে- তারপরও লেখা হয়নি প্রধানত দ'ুটি কারণে। এক, লেখার সময় বলতে হাতে তেমন কিছুই অবশিষ্ট না থাকা আর অন্যটি হচ্ছে উপেক্ষার মনোভাব নিজের মধ্যে তৈরী করে নেওয়া। শেষোক্তটা দারুন কাজের। পরীক্ষা করে দেখেছি উপেক্ষা একটা বেশ ভালো অস্ত্র। কিছু না বলেই অনেক কিছু বলা হয়ে যায়। আন্তর্জালের কারো কারো লেখার বহর দেখলে রীতিমত ভীরমি খেতে হয়। সত্যি কথা যদি বলি তার সাথে কিছুটা ঈর্ষাও যে হয় না তা হলফ করে বলতে পারি না । মাথায় শুধু একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খায় - এত সময় মানুষ পায় কি করে ! আমার ধারণা কেউ কেউ তাদের অজান্তেই রীতিমত বিশ্বরেকর্ড করে বসেছেন ইতিমধ্যে । ব্রম্মান্ডের হেন বিষয় নেই যা নিয়ে তাঁদের অগাধ পান্ডিত্য নেই ! অন্যদের কথা জানি না । আমার তো রীতিমত *ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি* অবস্থা ! মগজে তো আর ঠাঁই দেওয়া যাচ্ছে নারে বাপু - ঠেসেঠুসে দিতে গেলে যে টুকু অবশিষ্ট আছে সেটুকুও টেসে যাবে যে !

কেউ কিছু একটা লিখলেই হল আরকি ! মাঝে মাঝে দন্ধ লাগে মনে এ যেন বড়শী নিয়ে ওৎ পেতে থাকা সামান্য টান লাগতে না লাগতেই গেঁথে ফেলা ! একটা পড়ে হজম করতে না করতেই আরও আরও লেখা ছোটে আসে কামানের গোলার মত ! কোনটা রেখে কোনটার প্রতিক্রিয়া দেখাই। অতএব আমার নীতি হচ্ছে পারলে পড়ে এক চোট হেসে মাথা থেকে চিরতরে ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেওয়া। মাথার কোষে কোষে আবর্জনা যত কম জমে ততই ভালো। দুষন রোধ করে যতদিন টেনে টুনে চালানো যায় তাতেই লাভ।

যাই হোক। কয়েক সপ্তাহ আগে এক রোববারে বেশ অনেকদিন পর মেয়েকে নিয়ে শপিং এ গেছি- এক পর্যায়ে খেতে ঢুকলাম পিৎজা হাটে। সেখানে ছিল আমার এক বন্ধুও । খাবার অর্ডার দিয়ে যার যার কাজকর্ম সহ নানা বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল - হঠাৎ দেখি তার চেহারা বেশ গম্ভীর । আমার চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে খুবই সিরিয়াস ভঙ্গিতে তার প্রশ্ন আচ্ছা, এই যে ইসরায়েল লেবানন এর উপর আক্রমণ চালিয়ে সব ধ্বংস করে দিচ্ছে এ ব্যাপারে তোমার কি মত ? ভাবখানা এমন যেন আমার *মত* এর উপরই সব কিছু নির্ভর করছে ! প্রশ্নের ধরণ দেখে আমিও খানিকটা পুলকিত বোধ করলাম মনে মনে। তারপরও যেহেতু আমি তাকে ভালই জানি, তাই উত্তেজিত হতে গিয়েও ব্রেক কষে ফেললাম যথাসময়ে। খুবই নীরিহ স্বরে বললাম *এটা তো অবশ্যই ঠিক হচ্ছে না* ! উত্তর

শুনামাত্র সে প্রবল বেগে দুদিকে মাথা নেড়ে বলতে লাগল নাহ ! এরকম এক কথায় উত্তর দিলে হবে না । ভাল ভাবে বলতে হবে তোমাকে। তোমরা মানবতাবাদীরা সব সময় ইসলামকে গালি দাও। বলো সব অনিষ্টের মূল হচ্ছে মোসলমানরা । মানবতাবাদী দের কাজ হচ্ছে মোসলমানদের ঘৃণা করা। পৃথিবীতে একমাত্র ইসলাম আর মোসলমানদের মুন্ডুপাত করাই তোমাদের ধ্যান জ্ঞান ! আমি চুপ করে তার কথা শুনলাম। যদিও ব্যক্তিগত ভাবে সে এটা ভালো করেই জানে আমি কোন বিশেষ ধর্ম বা সম্প্রদায়কে ঘৃণা করি না। অভিসম্পাত শব্দের যদি সত্যি কোন অভিঘাত থাকত তাহলে আমি অভিসম্পাত দিতাম মানবতা বিপন্নকারী সেই সব ক্রিমিনালদের যারা ধর্ম, সম্প্রদায়, দেশ, জাতি ইত্যাকার নানা নামে নানা উছিলায় রক্তের হুলিখেলায় মেতে উঠে। যারা শিশুর রক্তে অস্ত্র রঞ্জিত করে উল্লাস করে বিজয়ের !

সে যাকগে যা বলছিলাম। খেয়াল করে দেখেছি কিছু একটা ঘটলেই আমার বন্ধু কথা নেই বার্তা নেই *মানবতাবাদী* বলে কিছু অসত্য অভিযোগ আমাকে শুনাবেই। এই শোনানোতে তার বেশ আনন্দ হয়। অবশ্য সে তখন বহু বচনে কথা বলে। এখানে উল্লেখ্য সে একজন *মডারেট মুসলিম* । এমনিতে ধর্ম কর্মের ধার বিশেষ ধারে না কিন্তু *ইসলাম ও মোসলমান* নিয়ে কোন কথা উঠলেই সে প্রায় ঝাপিয়ে পরে । প্রথম চোটটা অবশ্য আমার উপর দিয়েই যায়! কখনও তুমুল বাদানুবাদ, কখনও বা নিরীহ গুবেচারা ভঙ্গিতে তার কথা শুনে যাওয়া পর্যন্তই হয় আমার ভুমিকা। কিন্তু তাতেও রেহাই নেই। যতই নিরীহ ভঙ্গি করে তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে যাওয়ার চেষ্টা করি না কেন সে ক্ষেপে গিয়ে বলে - কি এমন মিচকি মিচকি হাসছ যে ? পিত্তি জ্বলে যায় তোমার হাসি দেখলে ! আরে এ তো মহা বিপদ। আমি যদি বলি আরে হাসলাম কোথায়? আমি তো তোমার অভিযোগ সব শুনছি মন দিয়ে। সে তাতে আরও ক্ষেপে যায়। এ তো বড় জ্বালা ! আমার হাসিও তখন তার পছন্দ নয়। হাজারটা খুতঁ ধরবে হাসির ! অতএব আমি হাসিও তখন বন্ধ করে দেই। শুধু তার চোখ মুখের নানান উঠাপরার চমৎকার চমৎকার কারুকাজ খুব মন দিয়ে দেখতে থাকি ! কথা কিছু কানে যায় কিছু যায় না। যাই হোক পিৎজা এসে গেলে খেতে খেতে সে সেদিন আমার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছিল। মানে আমার মন পড়ার চেষ্টা করছিল আরকি। ইসরায়েলের পক্ষে নাকি লেবাননের ! আমি মনে মনে ভাবি *হায়রে* !

অবশেষে এক পর্যায়ে সেদিন বোঝাতে সক্ষম হলাম যে হিজবুল্লাহকে আক্রমন করার নামে নীরিহ সিভিলিয়ান, নারী ,শিশুর উপর নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালানো কোন সুস্থ্য চিন্তার মানুষ সমর্থন করতে পারে না । পারা উচিত ও নয়। আর মানবতাবাদীরা সব সময়ই পৃথীবির নির্যাতিত মানুষের পক্ষে অবস্থান নেন। বিভিন্ন ধর্মধারীরা পৃথিবীকে যে ভাবে নিজের ধর্মীয় চশমায় ভাগ করে দেখেন ও সেই অনুযায়ী আপন-পর ভেদ করেন - মানবতাবাদীদের যেহেতু সে ধরনের কোন চশমা নেই তাই তাদের কাছে মানুষই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেন সবকিছু। তাদের কাছে ন্যায়-অন্যায় বোধটা অন্য এক মাত্রা বহন করে। তারা নিজেদের দায়বদ্ধ মনে করেন প্রধানত নিজের বিবেকের কাছেই। যেহেতু তাদের তওবা জাতীয় কিছু করে পার পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই বিবেক বিবেচনাই তাদের পথ চলার প্রধান নিয়ামক । ধর্ম, জাতি, নারী ,পুরুষ ,কালো, ধলো ইত্যাকার বিভেদের বেড়াজাল ছিন্ন করার নিরন্তর এক সংগ্রাম চলে তাদের মধ্যে। যেমন, নিজের মাতৃভুমির প্রতি দুর্বলতা ভালোবাসা যেমন তিনি অনুভব করেন-

তেমনি পৃথিবীর সব দেশই তার দেশ, পৃথিবীর সব মানুষের পরিচয়ই তার কাছে আগে মানুষ। অন্যদের বাদ দিয়ে বা ছেটে ফেলে কেবল *আমার দেশ, আমার জাতি, আমার ধর্ম* নিয়ে এরা মেতে থাকেন না। একটা বস্তুই শুধু ঝেড়ে ফেলতে চান মনে প্রাণে আর তা হচ্ছে *মানুষের অন্তরের ঘৃণা বিদ্বেষ, অসাম্য ভেদাভেদ,আর ধর্মের নামে সমাজের নামে নানা অনাচার আর কুসংস্কার । যা একজন তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের অন্তরকেও করে রাখে তমসাচ্ছন্ন।* তাদের একটাই কামনা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যেন আলোকিত হয়ে উঠে সত্যিকার শিক্ষায় ও জ্ঞানে। সে অর্থে পৃথিবীর সব ধর্মই তাদের ধর্ম, পৃথিবীর তাবৎ সম্প্রদায়ই তাদের সম্প্রদায়। তাদের কাছে কাল বলতে একটাই। ইহকাল। পরকালে কিছু পাওয়ার লোভ অথবা না পাওয়ার ভয় তাঁদের নেই - সে জন্য শুধু নিজের পরকালের স্বার্থে তাঁরা কিছু করেন না। কাঁন্নাকাটি করে অথবা মাফ চেয়ে পার পাওয়ার কোন আশা তারা পোষণ করেন না। একজন সত্যিকার মানবতাবাদী যতদিন বেঁচে থাকেন - তিনি মানবতার স্বার্থে কথা বলার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কারণ নিজের কাছে পরিস্কার থাকা, নিজের বিবেকের কাছে জবাব দিহিতা বড়ই কঠিন কাজ ! তাই যারা সত্যিকার মানবতাবাদী তারা সব দিক দিয়েই নিজের ক্ষুদ্রতা-নীচতা কে ছাড়িয়ে গিয়ে আকাশ সমান হওয়ার তীব্র এক আখাংকা পোষণ করেন মনে । তবে এত কথা বলার পরও আমি কিন্তু বলছি না কেউ নিজেকে মানবতাবাদী দাবী করলেই তিনি মানবতাবাদের সঠিক খাপে মিলে যাবেন। তিনি *ধোয়া তুলসী পাতা* হবেন। তার মধ্যে কোন দোষই থাকবে না! তা নয় অবশ্যই। কেউ কেউ আছেন মানবতাবাদ শব্দ টাকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করেন সুবিধা মত। আমি তাদের কথা হিসেবের মধ্যে আনছি না এখানে। তবে যারা প্রকৃতই মানবতাবাদী তাদের নিজেদের সব দোষ-ত্রুটি, যা দ্বারা মানুষের অকল্যান হয় সে বিষয়ে তারা নিজেরাই থাকেন সদা সতর্ক।

আমাদের এক বন্ধু তাঁর দেশের সরকার কে আহ্বান জানিয়েছিলেন বাংলাদেশ কে বোমা মেরে শায়েস্তা করার জন্য ! প্রথমে ভেবেছিলাম সে দেশের সরকার এ ধরনের আবদার কে পাত্তা দেবে না মানবিকতার স্বার্থে না হলেও নিজেদের স্বার্থেই। এখন দেখছি সরকার না হলেও সে দেশের বিরোধী দলের এক নেতা সত্যি সত্যি তার আবদার রেখেছেন । বাংলাদেশে অপারেশন চালালেই সব সন্ত্রাস বাপ বাপ করে নাকি পালাবে ! তাহলে বাংলাদেশের ভিতরে যে এত এত বোমা ফাটল বাংলাদেশ গিয়ে কার ঘাড় মটকাবে ? অবশ্য বাংলাদেশের সে ক্ষমতাও নেই। ক্ষমতা যাদের আছে তারা যা ইচ্ছা তাই বলবে, যাকে ইচ্ছা তাকে মারবে-কাটবে কার কি বলার থাকতে পারে । পৃথিবীটা এখন সত্যিকারের মগের মুল্লুকই হয়ে গেছে বটে।

শাহজাহান চঞ্চলের জন্য দুটি কথা : তিনি তাঁর সাম্প্রতিক একটি লেখায় *সাতরং* কে উদ্দেশ্য করে কিছু কথা লিখেছেন । নারীচেতনাবাদ নিয়ে সাতরং এ যারা লেখেন তাদের লেখার বিষয় বস্তু নিয়ে তিনি যা লিখেছেন তাতে আমি একমত হয়েও বলছি- একজন লেখকের যা ধ্যান-ধারণা তাই তিনি ফুঁটিয়ে তুলেন তাঁর লেখায় । এখানে সম্পাদক হিসেবে আমার বিশেষ কিছু করার নেই। যে যা ভাবেন তার পুর্ণ স্বাধীনতা আছে সে মত প্রকাশ করার। আর নানা লেখক একই বিষয়ে নানা মত লালন করবেন এটাই তো স্বাভাবিক। সম্পাদক হিসেবে সাতরং কি ভাবে চালাবো বা কোন ধরনের লেখা আমরা

চাই সে ব্যাপারে একটা ইচ্ছা কাজ করলেও অনেক সময় সে সিদ্ধান্তে অটল থাকা সত্যি দুষ্কর হয়ে পরে। তাছাড়া অনেক কথা অনেক মত মিলিয়ে আমরা সম্পুর্ণ চিত্রটা আন্দাজ করে নিতে পারি এটাও তো সত্য। সাতরং এ আরেকটা ব্যাপারে জোর দেওয়া হয় আর তা হচ্ছে নারীরা নিজের জীবন সহ আশ-পাশ টাকে যে ভাবে দেখেন নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যে ভাবে উপলব্ধি করেন সে ভাবেই যেন তুলে ধরেন নিজের লেখায়। যাই হোক। এখনই *সাতরং* নিয়ে শেষ কথা বলে দেবার সময় হয়ত আসেনি।

সাতরং এর নতুন লোগো নিয়েও তাঁর কিছু আপত্তি আছে বলে মনে হল। কারণ অস্ত্র হাতে নারী! বড়ই বেমানান ! আবার এই লোগো অনেকেই কিন্তু পছন্দ করেছেন। বিশেষ করে নারীরা । তবে অস্ত্র হাতে প্রতিপক্ষ (এ ক্ষেত্রে পুরূষ) এর মুন্ডু উড়িয়ে দেবার জন্য নয় - নিজেদের অধিকার টুকু বুঝে নিয়ে পথ চলার জন্য। তাদের মনবল কে একটু চাঙ্গা করতেই এই লোগো। এক জন নারী লেখক জানিয়েছেনও তিনি প্রতিদিন সকালে সাতরং খুলে এই ছবিটি দেখেন এবং নিজেকে নিজে অনুপ্রেরণা যোগান ! সত্যি যদি তাই হয় তাই বা মন্দ কি।

ও হ্যা আরেকটা কথা লোগোটি কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের নারী মুক্তিযোদ্ধার একটা পোষ্টার থেকে নেওয়া। আমার নিজের বানানো নয় । এই ফাঁকে আরেকটা কথা জানিয়ে রাখি আগামী চৌদ্দই সেপ্টেমবর সাতরং এর এক বছর পুর্তি হবে। অনেক দ্বিধা নিয়েই শুরু করেছিলাম বলতে গেলে একাকী । আজ এই এক বছরে সাতরং কত খানি কি করতে পেরেছে সে হিসেবে না গিয়েও বলতে পারি - সাতরং এর লেখক, সুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা একেবারে ফেলে দেবার মত নয়। ধীরে ধীরে হলেও বাংলা ওয়েব ম্যাগাজিনের জগতে ঠাঁই করে নিচ্ছে সাতরং। আশা করি সকলের সহযোগীতা অব্যাহত থাকলে আগামী দিন গুলোতে সাতরং এর পরিধি আরও বিস্তৃত হবে। ওই দিন একটা বিশেষ সংখ্যা বের করার আশা করছি। লেখকদের কাছে সে উপলক্ষে লেখা চাই। ভালো লাগা মন্দ লাগা সবকিছুই লিখে জানান । কারো কোন পরামর্শ থাকলে তাও লিখুন।

কল্যান হোক সকলের ।